



নির্বাচন অগ্রাধিকার
অতীব জরুরি

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

নং-১৭.০০.০০০০.০৭৯.৪১.০০৪.২৩-১৪২

তারিখ: ১৭ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০
৩১ মে ২০২৩

বিষয়ঃ ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন ও শূন্য পদের উপনির্বাচন উপলক্ষে নির্বাচনি সময়সূচি, রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ, মনোনয়নপত্র বাছাই, বাছাইয়ের বিরুদ্ধে আপিল দায়ের ও নিষ্পত্তি, প্রার্থিতা প্রত্যাহার ও প্রতীক বরাদ্দ, রাজনৈতিক দলের প্রার্থী মনোনয়ন, প্রার্থীর যোগ্যতা-অযোগ্যতা এবং অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণ।

উপর্যুক্ত বিষয়ে নির্দেশিত হয়ে জানানো যাচ্ছে যে, আগামী ১৭ জুলাই ২০২৩ তারিখে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, সংরক্ষিত ওয়ার্ডের সদস্য ও সাধারণ ওয়ার্ডের সদস্য পদে সাধারণ নির্বাচন (পরিশিষ্ট-ক) এবং ইউনিয়ন পরিষদের শূন্য পদের উপনির্বাচন (পরিশিষ্ট-খ) ব্যালট এর মাধ্যমে অনুষ্ঠানের জন্য মাননীয় নির্বাচন কমিশন সিদ্ধান্ত প্রদান করেছেন। উল্লিখিত ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনের জন্য সময়সূচি, রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ, মনোনয়নপত্র বাতিল বা গ্রহণের বিরুদ্ধে আপিল নিষ্পত্তির জন্য নির্ধারিত কর্মকর্তা, মনোনয়নপত্র আহ্বানের গণবিজ্ঞপ্তি জারি, নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল কর্তৃক চেয়ারম্যান পদে মনোনয়ন, মনোনয়নপত্র দাখিল/গ্রহণ, বাছাই ইত্যাদি বিষয়ে মাননীয় নির্বাচন কমিশন বিভিন্ন নির্দেশনা প্রদান করেছেন। নিম্নে বিভিন্ন নির্দেশাবলী উল্লেখ করা হলো:

২। **নির্বাচনি সময়সূচি:** স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯ এর ধারা ২০ এবং স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) নির্বাচন বিধিমালা, ২০১০ এর বিধি ১০ অনুযায়ী মাননীয় নির্বাচন কমিশন ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন ব্যালট এর মাধ্যমে অনুষ্ঠানের জন্য নিম্নলিখিত সময়সূচি ধার্য করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন:

(ক)	রিটার্নিং অফিসারের নিকট মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ তারিখ	:	১৮ জুন ২০২৩
(খ)	রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের তারিখ	:	১৯ জুন ২০২৩
(গ)	প্রার্থিতা প্রত্যাহারের শেষ তারিখ	:	২৫ জুন ২০২৩
(ঘ)	ভোটগ্রহণের তারিখ	:	১৭ জুলাই ২০২৩

ভোটগ্রহণের সময়সীমা: সকাল ০৮.০০ টা হতে বিকাল ০৪.০০ টা পর্যন্ত

৩। **প্রার্থিতা বিষয়ক কার্যক্রম :** উল্লিখিত সময়সূচি অনুযায়ী স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) নির্বাচন বিধিমালা, ২০১০ এর বিধি ১৫ অনুসারে মনোনয়নপত্র গ্রহণ বা বাতিল আদেশের বিরুদ্ধে আপিল দায়েরের শেষ তারিখ ২২ জুন ২০২৩ এবং দায়েরকৃত আপিল ২৪ জুন ২০২৩ তারিখের মধ্যে নিষ্পত্তি করতে হবে। তাছাড়া ২৫ জুন ২০২৩ তারিখে প্রতীক বরাদ্দের কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। মনোনয়ন ও প্রার্থিতা বিষয়ক অন্যান্য কার্যক্রম উল্লিখিত সময়সূচির সাথে সমন্বয় করে সম্পন্ন করতে হবে।

৪। **সিনিয়র জেলা নির্বাচন অফিসার/জেলা নির্বাচন অফিসার কর্তৃক সময়সূচির প্রজ্ঞাপন জারিঃ** নির্বাচন কমিশন কর্তৃক নির্দেশিত উপরিলিখিত নির্বাচনি সময়সূচি অনুযায়ী সিনিয়র জেলা নির্বাচন অফিসার/জেলা নির্বাচন অফিসারগণ এতদসঙ্গে সংযোজিত নমুনায় (পরিশিষ্ট-গ) প্রজ্ঞাপন জারি করে বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশ করার ব্যবস্থা করবেন।

৫। **রিটার্নিং অফিসার নিয়োগঃ** স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) নির্বাচন বিধিমালা, ২০১০ এর ৫ বিধি অনুসারে সিনিয়র জেলা নির্বাচন অফিসার/জেলা নির্বাচন অফিসার রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ করবেন। সময়সূচির প্রজ্ঞাপন জারির পূর্বেই রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ করতে হবে।

৬। **নির্বাচনি সময়সূচির প্রজ্ঞাপন স্থানীয়ভাবে প্রকাশঃ** নির্বাচন কমিশন কর্তৃক নির্দেশিত এবং সিনিয়র জেলা নির্বাচন অফিসার/জেলা নির্বাচন অফিসার কর্তৃক ধার্যকৃত নির্বাচনি সময়সূচি সম্বলিত প্রজ্ঞাপনটি স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) নির্বাচন বিধিমালা, ২০১০ এর বিধি ১০ অনুসারে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়ের নোটিশ বোর্ডে, ইউনিয়ন পরিষদের সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড এলাকার কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ ও প্রকাশ্য স্থানে এবং রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয়ে স্থানীয়ভাবে টাংগিয়ে প্রকাশ করতে হবে।

৭। **রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক নির্বাচনি সময়সূচির বিজ্ঞপ্তি জারিকরণঃ** সিনিয়র জেলা নির্বাচন অফিসার/জেলা নির্বাচন অফিসারের নিকট হতে প্রাপ্ত নির্বাচনি সময়সূচির প্রজ্ঞাপন স্থানীয়ভাবে প্রকাশের পর রিটার্নিং অফিসারগণকে পরিচালনা বিধিমালার বিধি ১১ অনুসারে প্রার্থীদের নিকট হতে মনোনয়নপত্র দাখিলের আহ্বান জানিয়ে মনোনয়নপত্র দাখিলের সময়সীমা এবং রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক কোথায় মনোনয়নপত্র গৃহীত হবে তা উল্লেখ করে স্থানীয়ভাবে বিজ্ঞপ্তি জারি করতে হবে। উক্ত বিজ্ঞপ্তি জারির সুবিধার্থে একটি নমুনা এতদসঙ্গে সংযোজন করা হল (পরিশিষ্ট-ঘ)।

G:\Upazilla & Union Parishad Election 17 July 2023\Union Parishad_17 July 2023\UP General Election\UP Election Schedule_17.07.2023.doc

অফিসের ঠিকানাঃ

নির্বাচন ভবন, প্লট নং-ই-১৪/জেড, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭

যোগাযোগঃ

ফোন : +৮৮০-০২-৫৫০০৭৬০০ ফ্যাক্স : +৮৮০-০২-৫৫০০৭৫১৫

ই-মেইলঃ secretary@ecs.gov.bd ওয়েব এড্রেসঃ www.ecs.gov.bd

৮। **চেয়ারম্যান পদে দলীয় মনোনয়নঃ** স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) (সংশোধন) আইন, ২০১৫ (২৫ সনের ২৮ নং আইন) আইন অনুসারে চেয়ারম্যান পদে দলীয়ভাবে মনোনয়নের বিধান রয়েছে। এ প্রসঙ্গে স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) বিধিমালা, ২০১০ এর বিধি ১২ এর উপবিধি (৩) এর দফা (ঈ) নিম্নে উদ্ধৃত করা হলোঃ

“(ঈ) রাজনৈতিক দলের চেয়ারম্যান প্রার্থীর ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দলের সভাপতি বা সাধারণ সম্পাদক বা সমপর্যায়ের পদাধিকারী বা তাহাদের নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির স্বাক্ষরিত এই মর্মে একটি প্রত্যয়নপত্র থাকিবে যে, উক্ত প্রার্থীকে উক্ত দল হইতে মনোনয়ন দেওয়া হইয়াছে;

তবে শর্ত থাকে যে, কোন রাজনৈতিক দল কোন ইউনিয়ন পরিষদে চেয়ারম্যান পদে একাধিক ব্যক্তিকে মনোনয়ন প্রদান করিতে পারিবে না, একাধিক ব্যক্তিকে মনোনয়ন প্রদান করিলে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদে উক্ত দলের প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে;

আরও শর্ত থাকে যে, সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দল উহার ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম, পদবি, নমুনা স্বাক্ষরসহ একটি পত্র তফসিল ঘোষণার ০৭ (সাত) দিনের মধ্যে রিটার্নিং অফিসারের নিকট এবং উক্ত পত্রের একটি অনুলিপি নির্বাচন কমিশনেও প্রেরণ করিবে;”

উক্ত বিধান অনুসারে নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল চেয়ারম্যান পদে মনোনয়নপত্র (ফরম-১) এর সংযুক্তি-১ অনুসারে মনোনয়ন প্রদান করবেন। নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের প্রতীকসহ তালিকা এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো (পরিশিষ্ট-৬)।

৯। **প্রার্থীর প্রস্তাবক ও সমর্থকঃ** বিধি ১২ এর উপবিধি (১) অনুসারে (১) চেয়ারম্যান নির্বাচনের উদ্দেশ্যে, সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের অন্য কোন ভোটার, স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯ এর ধারা ২৬(১) এর অধীন চেয়ারম্যান নির্বাচিত হওয়ার যোগ্যতাসম্পন্ন যে কোন ব্যক্তির নাম প্রস্তাব করতে বা অনুরূপ প্রস্তাব সমর্থন করতে পারবেন। উপবিধি (২) ধারা ২৬(১) এর অধীন সদস্যরূপে নির্বাচিত হওয়ার যোগ্যতা থাকলে-

(ক) ধারা ১০ এ উল্লিখিত সংরক্ষিত আসনের সদস্য পদের জন্য ধারা ৩ এর অধীন বিভক্তিকৃত কোন সমন্বিত ওয়ার্ডের যে কোন ভোটার উক্ত সমন্বিত ওয়ার্ডের সংরক্ষিত আসনের সদস্য নির্বাচনের উদ্দেশ্যে যে কোন মহিলার নাম প্রস্তাব করতে বা অনুরূপ প্রস্তাব সমর্থন করতে পারবেন;

(খ) ধারা ১০ এ উল্লিখিত নির্ধারিত সংখ্যক সদস্য পদের জন্য ধারা ৩ এর অধীন বিভক্তিকৃত কোন ওয়ার্ডের যে কোন ভোটার উক্ত ওয়ার্ডের সদস্য নির্বাচনের উদ্দেশ্যে অন্য কোন ব্যক্তির নাম প্রস্তাব করতে বা অনুরূপ প্রস্তাব সমর্থন করতে পারবেন।

তবে, উপবিধি (৪) অনুসারে কোন ভোটার প্রস্তাবকারী হিসেবে অথবা সমর্থনকারী হিসেবে চেয়ারম্যান অথবা সংরক্ষিত আসনের সদস্য বা সাধারণ আসনের সদস্য পদে নির্বাচনের উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট পদে একটির অধিক মনোনয়নপত্রে তার নাম ব্যবহার করবেন না এবং যদি কোন ভোটার একই পদে অনুরূপ একাধিক মনোনয়নপত্রে তার নাম ব্যবহার করেন, তা হলে এইরূপ সকল মনোনয়নপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে।

১০। **মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের পর আপিল দায়ের ও নিষ্পত্তিঃ** স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) নির্বাচন বিধিমালা, ২০১০ এর বিধি ১৪ এর অধীন মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের পর বিধি ১৫ অনুসারে মনোনয়নপত্র গ্রহণ বা বাছাইয়ের বিরুদ্ধে সংক্ষুদ প্রার্থী, ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি বাছাইয়ের নির্ধারিত তারিখের পরবর্তী ০৩(তিন) দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট সিনিয়র জেলা নির্বাচন অফিসার/জেলা নির্বাচন অফিসার এর নিকট আপিল দাখিল করতে পারবেন এবং আপিল কর্তৃপক্ষ হিসেবে সিনিয়র জেলা নির্বাচন অফিসার/জেলা নির্বাচন অফিসারগণ কর্তৃক আপিল দায়েরের নির্ধারিত তারিখের পরবর্তী ০৩(তিন) দিনের মধ্যে আপিল নিষ্পত্তি করার বিধান রয়েছে। উল্লেখ্য যে, নির্বাচনের সময়সূচির আলোকে মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের বিরুদ্ধে আপিল দায়েরের শেষ দিন **২২ জুন ২০২৩ তারিখ**। দায়েরকৃত আপিল **২৪ জুন ২০২৩ তারিখের মধ্যে নিষ্পত্তি করার জন্য** মাননীয় নির্বাচন কমিশন সিদ্ধান্ত প্রদান করেছেন।

১১। **প্রতীক বরাদ্দের প্রত্যয়ন :** বিধি ১৯ অনুসারে রিটার্নিং অফিসার সময়সূচি মোতাবেক প্রতীক বরাদ্দ করিবেন। প্রতীক বরাদ্দের পর সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাচন অফিসার এবং জেলা নির্বাচন অফিসারকে তা যাচাই করে প্রত্যয়নপত্র প্রদান করতে হবে। প্রতীক বরাদ্দের পর প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের তালিকা, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের প্রচার সামগ্রী যাচাই করে সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাচন অফিসার এবং সিনিয়র/জেলা নির্বাচন অফিসার যাচাই করবেন। সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা এ বিষয়ক কার্যক্রম গুরুত্বের সাথে তত্ত্বাবধান করবেন।

১২। **স্বাস্থ্য বিধি ও সরকারি নির্দেশনা প্রতিপালন:** স্বাস্থ্য বিধি ও সরকারি নির্দেশনা প্রতিপালনের মাধ্যমে জনস্বাস্থ্য নিশ্চিত করে নির্বাচনি প্রচারণা, ভোটগ্রহণ ও নির্বাচনি অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান এবং ইতঃপূর্বে অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদের শূন্য আসনের নির্বাচন উপলক্ষে প্রদত্ত নির্দেশনার আলোকে প্রচার কার্যে নিষেধাজ্ঞা আরোপ ও অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১৩। **রিটার্নিং অফিসারের নিকট মনোনয়নপত্র দাখিলঃ** স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) নির্বাচন বিধিমালা, ২০১০ এর বিধি ১২ অনুসারে মনোনয়নপত্র দাখিলের দিন প্রার্থী নিজে অথবা তার প্রস্তাবক বা সমর্থক রিটার্নিং অফিসারের নিকট মনোনয়নপত্র দাখিল করতে পারবেন। মনোনয়নপত্র দাখিলের পর পরই রিটার্নিং অফিসার মনোনয়নপত্র গ্রহণের দিন ও সময় উল্লেখ করে মনোনয়নপত্র দাখিলকারীকে একটি রসিদ (প্রাপ্তি স্বীকার পত্র) প্রদান করবেন। উক্ত প্রাপ্তি স্বীকার পত্রে মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের স্থান, তারিখ ও সময় উল্লেখ থাকবে। এই রসিদ মনোনয়নপত্রের সাথে সংযোজিত রয়েছে।

১৪। মনোনয়নপত্র ও তার সাথে দাখিলকৃত কাগজাদিঃ স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯ এর ধারা ২৬ এর বিধান সাপেক্ষে, বিধিমালার বিধি ১২ এর উপবিধি (৩) অনুসারে-

- (ক) চেয়ারম্যান নির্বাচনের জন্য ফরম 'ক', সংরক্ষিত ওয়ার্ডের সদস্য নির্বাচনের জন্য ফরম 'ক-১' এবং সাধারণ ওয়ার্ডের সদস্য নির্বাচনের জন্য ফরম 'ক-২' অনুসারে মনোনয়নপত্র দাখিল করতে হবে। ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে কমপক্ষে ২ সেট মনোনয়নপত্র দাখিল করতে হবে।
- (খ) মনোনয়নপত্র প্রস্তাবকারী এবং সমর্থনকারী কর্তৃক স্বাক্ষরিত হতে হবে; এবং
- (গ) মনোনয়নপত্র নিম্নবর্ণিত কাগজপত্রসহ দাখিল করতে হবে, যথা:-

- (অ) বিধি ১৩ অনুসারে জামানতের টাকা জমাদানের প্রমাণ হিসেবে রিটার্নিং অফিসারের অনুকূলে প্রদেয় ব্যাংক ড্রাফট অথবা ট্রেজারি চালান বা পে-অর্ডার;
- (আ) উক্ত মনোনয়নে সংশ্লিষ্ট প্রার্থী সম্মত আছেন এবং নির্বাচনে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে আইনের ধারা ২৬(২) বা আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইনে তিনি অযোগ্য নন মর্মে তীর স্বাক্ষরিত প্রত্যয়নপত্র; এবং
- (ই) প্রস্তাবকারী ও সমর্থনকারীদের কেহ প্রস্তাবকারী বা সমর্থনকারী হিসেবে একই পদে অন্য কোন মনোনয়নপত্রে স্বাক্ষর দান করেন নাই;
- (ঈ) চেয়ারম্যান পদের ক্ষেত্রে নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের প্রার্থী হলে সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দলের সভাপতি বা সাধারণ সম্পাদক বা সমপর্যায়ের পদাধিকারী বা তাদের নিকট হতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম, স্বাক্ষর ও সিলমোহরযুক্ত দলীয় মনোনয়ন।

১৫। মনোনয়নপত্র দাখিলোত্তর করণীয়ঃ প্রতিটি মনোনয়নপত্র সংশ্লিষ্ট প্রার্থী বা প্রস্তাবকারী বা সমর্থনকারী কর্তৃক দাখিলের নির্ধারিত একটি তারিখে বা তার পূর্বে রিটার্নিং অফিসারের নিকট দাখিল করতে হবে এবং রিটার্নিং অফিসার তা প্রাপ্তির তারিখ ও সময় মনোনয়নপত্রের উপর লিপিবদ্ধ করে প্রাপ্তি স্বীকারপত্র প্রদান করবেন। তাছাড়া-

- (ক) কোন ব্যক্তি একই নির্বাচনি এলাকার জন্য একাধিক মনোনয়নপত্র দাখিল করিতে পারিবেন এবং মনোনয়নপত্র রিটার্নিং অফিসারের নিকট দাখিল করতে হবে।
- (খ) কোন ব্যক্তি একাধিক মনোনয়নপত্রে স্বাক্ষর দান করিলে রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক প্রাপ্ত প্রথম বৈধ মনোনয়নপত্র ব্যতীত অন্য সকল মনোনয়নপত্র বাতিল হয়ে যাবে।
- (গ) রিটার্নিং অফিসার প্রত্যেক মনোনয়নপত্রে একটি ক্রমিক নম্বর দিবেন এবং উহাতে দাখিলকারীর নাম এবং প্রাপ্তির তারিখ ও সময় লিপিবদ্ধ করিবেন এবং তিনি কখন ও কোথায় মনোনয়নপত্র বাছাই করিবেন তাহা উক্ত ব্যক্তিকে অবহিত করিবেন।

উল্লিখিত বিষয়াদি প্রার্থীদের জানিয়ে দিতে হবে।

১৬। মনোনয়নপত্র দাখিলকারীদের তালিকা প্রস্তুতঃ রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক চেয়ারম্যান, সংরক্ষিত ওয়ার্ডের সদস্য এবং সাধারণ ওয়ার্ডের সদস্য পদের মনোনয়নপত্র দাখিলকারীদের তথ্যাদি ফরম-গ অনুসারে প্রস্তুত করে তাঁর কার্যালয়ে সহজে দৃষ্টিগোচর হয় এমন কোন স্থানে টাংগিয়ে দিবেন। প্রস্তুতকৃত তালিকা ব্যাংক কর্তৃপক্ষ বা অন্যদের প্রয়োজনে সরবরাহ করবেন।

১৭। জামানতঃ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান নির্বাচনের ক্ষেত্রে জামানত হিসেবে ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা এবং সদস্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে (সংরক্ষিত ওয়ার্ডের সদস্য/সাধারণ ওয়ার্ডের সদস্য) ১,০০০/- (এক হাজার) টাকা রিটার্নিং অফিসারের অনুকূলে জমাদানের প্রমাণস্বরূপ ট্রেজারি চালান বা কোন তফসিলি ব্যাংকের পে-অর্ডার বা ব্যাংক ড্রাফট রিটার্নিং অফিসার প্রদত্ত রসিদ জমা দিতে হবে। কোন প্রার্থীর অনুকূলে একাধিক মনোনয়নপত্র দাখিল হলে, একাধিক জামানতের প্রয়োজন হবে না;

- (১) বিধিমালার বিধি ১৩ এর উপবিধি (১) এ উল্লিখিত টাকা জমা দেয়া না হলে, রিটার্নিং অফিসার কোন মনোনয়নপত্র গ্রহণ করবেন না।
- (২) রিটার্নিং অফিসার জমাকৃত টাকা সম্পর্কিত তথ্যাদি ফরম 'খ' অনুসারে রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করবেন।
- (৩) প্রার্থী জামানতের টাকা "৬/০৬০১/০০০১/৮৪৭৩" কোডে জমা দিবেন।

১৮। মনোনয়নপত্র বাছাইঃ (১) রিটার্নিং অফিসার বিধি ১৪ অনুসারে সকল মনোনয়নপত্র বাছাই করবেন। মনোনয়নপত্রসমূহ বাছাই করার সময় প্রার্থীগণ, তাদের নির্বাচনি এজেন্ট, প্রস্তাবকারী ও সমর্থনকারী এবং প্রত্যেক প্রার্থী কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন ব্যক্তি উপস্থিত থাকতে পারবেন এবং রিটার্নিং অফিসার বিধি ১২ এর অধীন তার নিকট দাখিলকৃত মনোনয়নপত্রসমূহ পরীক্ষার জন্য তাদেরকে যুক্তিসংগত সুযোগ প্রদান করবেন।

(২) রিটার্নিং অফিসার বিধি ১৪ এর উপবিধি (১) এর অধীন বাছাইয়ের সময় উপস্থিত ব্যক্তিগণের সম্মুখে মনোনয়নপত্রসমূহ পরীক্ষা করবেন এবং উক্তরূপ কোন ব্যক্তি কর্তৃক কোন মনোনয়নপত্রের ক্ষেত্রে উত্থাপিত আপত্তি নিষ্পত্তি করবেন।

(৩) মনোনয়নপত্রসমূহ বাছাই এর প্রাক্কালে যাতে ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/প্রতিনিধি ঋণ খেলাপিদের তথ্য নিয়ে, থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ফৌজদারি মামলা সম্পর্কিত তথ্য নিয়ে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের স্থানীয় প্রতিনিধি সম্পদ বিবরণীর তথ্যসহ, স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ প্রতিনিধিদের আর্থিক সংশ্লেষ আছে এমন ব্যক্তিদের তথ্য নিয়ে বা ঠিকাদারদের তালিকা নিয়ে রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয়ে উপস্থিত থাকেন, সে জন্য অনুরোধ জানাতে হবে। উল্লিখিত ব্যক্তিবর্গের প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে মনোনয়নপত্রসমূহ পরীক্ষা করতে হবে।

১৯। **মনোনয়নপত্র বাছাই এর সময় রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক যাচাই-বাছাইয়ের বিষয় ও দলিলাদিঃ** ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কোন ব্যক্তিকে ঋণ খেলাপি হিসেবে চিহ্নিত করলে আইনের ২০ ধারার (২) উপ-ধারার (ঠ), (ঢ) (ণ) অনুসারে আদালত কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত হয়ে সাজাপ্রাপ্ত হয়ে ৫ বৎসর অতিবাহিত না হয়ে থাকে, সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ ঠিকাদার বা আর্থিক সংশ্লেষ আছে এমন ব্যক্তিদের এবং যারা সাজাপ্রাপ্ত হয়েছেন রিটার্নিং অফিসার তাঁদের মনোনয়নপত্র বাতিল করে দিবেন। এছাড়াও রাজনৈতিক দলের মনোনীত চেয়ারম্যান প্রার্থীর ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দলের সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক বা সমপর্যায়ের পদাধিকারী বা তাদের নিকট হতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির স্বাক্ষরিত প্রত্যয়নপত্র যাচাই করতে হবে। কোন রাজনৈতিক দল কোন ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান পদে একাধিক ব্যক্তিকে মনোনয়ন প্রদান করতে পারবে না, একাধিক ব্যক্তিকে মনোনয়ন প্রদান করলে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদে উক্ত দলের প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে।

২০। **মনোনয়নপত্র বাছাইকালে রিটার্নিং অফিসারকে সহায়তা প্রদানঃ** মনোনয়নপত্র বাছাইকালে সংশ্লিষ্ট সিনিয়র জেলা নির্বাচন অফিসার/জেলা নির্বাচন অফিসারগণ ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ এলাকাদুস্ত উপজেলা নির্বাচন অফিসারগণ রিটার্নিং অফিসারকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করবেন। তাছাড়া মনোনয়নপত্র গ্রহণ ও বাছাইকালে এবং অন্যান্য সময়ে রিটার্নিং অফিসারের সাথে প্রয়োজনে স্থানীয় প্রশাসনের অথবা অন্য মন্ত্রণালয় অথবা বিভাগের কয়েকজন কর্মকর্তাকে সহায়তাকারী কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োজিত করতে পারবেন। উক্ত কর্মকর্তা নিয়োজিত করার পূর্বেই প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।

২১। **মনোনয়নপত্র বাতিলের পদ্ধতিঃ** স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) নির্বাচন বিধিমালা, ২০১০ এর ১৪ বিধির (৩) উপবিধি অনুসারে রিটার্নিং অফিসার স্বউদ্যোগে অথবা বিধি ১৪ এর উপবিধি (১) এ উল্লিখিত কোন ব্যক্তির আপত্তির প্রেক্ষিতে তদ্বিবেচনায় উপযুক্ত অথবা সংক্ষিপ্ত তদন্ত অনুষ্ঠানের পর যে কোন মনোনয়নপত্র বাতিল করতে পারবেন, যদি তিনি সন্তুষ্ট হন যে,-

- (ক) প্রার্থী চেয়ারম্যান বা সংরক্ষিত ওয়ার্ডের সদস্য এবং সাধারণ ওয়ার্ডের সদস্য হিসেবে মনোনীত হওয়ার যোগ্য নহেন; বা
 - (খ) প্রস্তাবকারী বা সমর্থনকারী মনোনয়নপত্রে স্বাক্ষর করার যোগ্য নহেন; বা
 - (গ) বিধি ১২ বা বিধি ১৩ এর কোন বিধান পালন করা হয়নি; বা
 - (ঘ) প্রস্তাবকারী বা সমর্থনকারীর স্বাক্ষর সঠিক নয়;
- তবে,
- (অ) বাতিলকৃত কোন মনোনয়নপত্র কোন প্রার্থীর বৈধ মনোনয়নপত্রকে অবৈধ করবে না;
 - (আ) রিটার্নিং অফিসার গুরুতর নয় এরূপ কোন ত্রুটির কারণে কোন মনোনয়নপত্র বাতিল করবেন না এবং অনুরূপ ত্রুটি অবিলম্বে সংশোধন করার জন্য সুযোগ প্রদান করতে পারবেন; এবং
 - (ই) রিটার্নিং অফিসার ভোটার তালিকায় লিপিবদ্ধ কোন বিষয়ের শুদ্ধতা বা বৈধতা সম্পর্কে তদন্ত করতে পারবেন না।

২২। **মনোনয়নপত্র গ্রহণ বা বাতিলের সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধকরণঃ** রিটার্নিং অফিসার প্রতিটি মনোনয়নপত্র গ্রহণ বা বাতিল করে তার সিদ্ধান্ত প্রত্যয়ন করবেন। গ্রহণের ক্ষেত্রে সংক্ষিপ্ত ভাবে কারণ উল্লেখ করতে হবে এবং বাতিলের ক্ষেত্রে উহার কারণ সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা মনোনয়নপত্রের নির্ধারিত স্থানে লিপিবদ্ধ করবেন।

২৩। **সাপ্তাহিক ও সরকারী ছুটির দিনে অফিস খোলা রাখাঃ** ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন উপলক্ষে মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ তারিখ পর্যন্ত এবং মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ তারিখ হতে ভোটগ্রহণের দিন পর্যন্ত শুরুরবার ও শনিবারসহ সকল সরকারী ছুটির দিনে ও কার্যদিবসে সকাল ৯.০০ টা হতে বিকাল ৪.০০ টা পর্যন্ত এবং প্রয়োজনবোধে বিকাল ৪.০০ টার পরেও রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয়, উপজেলা নির্বাচন অফিসারের কার্যালয়, সিনিয়র জেলা নির্বাচন অফিসার/জেলা নির্বাচন অফিসারের কার্যালয় এবং আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তার কার্যালয়সহ নির্বাচন সংশ্লিষ্ট সকল অফিস খোলা রেখে কার্যক্রম গ্রহণ করবেন। সেই সাথে জরুরী প্রয়োজনে অন্যান্য সরকারী, স্বায়ত্তশাসিত অফিস/প্রতিষ্ঠান এবং ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান খোলা রেখে উল্লিখিত কাজে সহায়তা প্রদানের জন্যও অনুরোধ জানাতে হবে।

২৪। **মাননীয় আদালতের নিষেধাজ্ঞা/স্থগিতাদেশ/আদেশ প্রতিপালনঃ** কোন ইউনিয়নের চেয়ারম্যান বা ওয়ার্ড এর সদস্য পদের নির্বাচনের বা প্রার্থিতার বিষয়ে মাননীয় আদালত কোন আদেশ প্রদান করলে আদেশ অনুসারে রিটার্নিং অফিসার ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। তবে মাননীয় আদালতের আদেশ সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। মাননীয় আদালতের আদেশের উপর ভিত্তি করে বিজ্ঞ এডভোকেট কোন প্রত্যয়ন পত্র প্রদান করলে প্রত্যয়ন পত্রে উল্লিখিত আদেশ নিশ্চিত হয়ে প্রয়োজনে প্রত্যয়নপত্র প্রদানকারী এডভোকেটের সাথে আলাপ করে নিশ্চিত হতে হবে। মাননীয় আদালতের আদেশ বিজ্ঞ এডভোকেটের প্রদত্ত প্রত্যয়নপত্র গ্রহণযোগ্য হবে। মাননীয় আদালতের আদেশ প্রতিপালন করে তা অবশ্যই লিখিতভাবে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়কে জানাতে হবে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সিনিয়র জেলা/জেলা নির্বাচন অফিসার/রিটার্নিং অফিসার অত্র সচিবালয়ের আইন অনুবিভাগের সাথে যোগাযোগ করে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করবেন।

২৫। **সম্ভাব্য প্রার্থীদের নিয়ে বৈঠক অনুষ্ঠানঃ** ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন উপলক্ষে মনোনয়নপত্র দাখিলের পূর্বে সম্ভাব্য প্রার্থীদের নিয়ে একটি বৈঠক অনুষ্ঠান করা যেতে পারে। উক্ত বৈঠকে মনোনয়নপত্র পূরণ ও এর সাথে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদি, আচরণ বিধির বিভিন্ন বিষয়াদি সম্পর্কে ধারণা প্রদান, আচরণ বিধি লংঘনের শাস্তি, বিধিমালার বিধিতে বর্ণিত অপরাধসমূহ এবং অপরাধের দণ্ড ইত্যাদি সম্বন্ধে ধারণা দিতে হবে। সর্বোপরি উক্ত বৈঠকে সকলকে সহযোগিতার আহবান জানাতে হবে। চেয়ারম্যান প্রার্থীগণ তাদের নির্বাচনি সমুদয় ব্যয় একটি নির্দিষ্ট ব্যাংক একাউন্ট হতে খরচ করতে হবে এবং নির্বাচনি ব্যয়ের রিটার্নের সাথে ব্যাংক বিবরণীও দেয়ার বিষয়টি জানিয়ে দিতে হবে। এক্ষেত্রে চেয়ারম্যান প্রার্থীদের একটি ভিন্ন ব্যাংক একাউন্ট খুলতে হবে যা মনোনয়নপত্রে উল্লেখ করতে হবে। তবে সংরক্ষিত আসনের সদস্য এবং সাধারণ আসনের সদস্য প্রার্থীদের ব্যাংক একাউন্ট খোলার প্রয়োজন হবে না বা নির্বাচনি ব্যয়ের রিটার্ন জমা দিতে হবে না। সম্ভাব্য প্রার্থীদের উক্ত বৈঠকে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার, সিনিয়র জেলা নির্বাচন অফিসার/জেলা নির্বাচন অফিসার, উপজেলা নির্বাচন অফিসার, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, রিটার্নিং অফিসারগণ উপস্থিত থাকতে পারেন এবং দিক নির্দেশনা দিবেন।

২৬। **ভোটার তালিকার সিডি বিক্রয়ঃ** আগ্রহী প্রার্থীকে মনোনয়নপত্র সংগ্রহের সময় ছবিছাড়া ভোটার তালিকার ইলেকট্রনিক কপি ৫০০ (পাঁচশত) টাকা পরিশোধ সাপেক্ষে সরবরাহ করা যাবে। ৫০০(পাঁচশত) টাকা হারে চালান বা পে অর্ডার জমা দিয়ে রিটার্নিং অফিসারের নিকট হতে সংগ্রহ করতে হবে। ভোটার তালিকা সিডি ক্রয়ের অর্থ চালানে জমা দানের কোড ০১-০৬০১-০০০১-২৬৩১। তবে কোন কারণে সম্পূর্ণ সিডি প্রদানের প্রয়োজন হলে পুনরায় অর্থ গ্রহণ করা যাবে না।

২৭। **মনোনয়নপত্রের সাথে আচরণ বিধির কপি প্রদানঃ** ইউনিয়ন পরিষদ (নির্বাচন আচরণ) বিধিমালা, ২০১৬ এর কপি এতদসঙ্গে সংযুক্ত করা হলো (পরিশিষ্ট-৮)। মনোনয়নপত্র সংগ্রহের সময় আচরণ বিধির কপি সংশ্লিষ্ট মনোনয়নপত্র গ্রহণকারীকে মনোনয়নপত্রের সাথে প্রদান করতে হবে।

২৮। **দেয়াল লিখন, পোস্টার ইত্যাদি অপসারণঃ** যারা বা যাদের পক্ষে দেয়াল লিখন, পোস্টার ইত্যাদি লাগানো হয়েছে বা নববর্ষের শুভেচ্ছা, ঙ্গদের শুভেচ্ছা বা ধর্মীয় অনুষ্ঠান বা অন্য কোন উপলক্ষে প্রচারণার আঞ্জিকে কার্যক্রম গ্রহণ করেছে সেগুলো ১৮ জুন ২০২৩ তারিখের মধ্যে নিজ দায়িত্বে মুছে বা তুলে ফেলার জন্য মাননীয় নির্বাচন কমিশন নির্দেশনা দিয়েছেন। ১৮ জুন ২০২৩ তারিখের পরে পোস্টার বা দেয়াল লিখন পাওয়া গেলে তার ছবি তারিখসহ তুলে রাখতে হবে এবং মনোনয়নপত্র দাখিল করলে তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। একইভাবে পরবর্তীতে নির্দেশনা ও কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

২৯। **শূন্য পদে উপনির্বাচনঃ** স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯ এর ধারা ২০ এবং স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) নির্বাচন বিধিমালা, ২০১০ এর বিধি ১০ অনুসারে ইউনিয়ন পরিষদের শূন্য পদের উপনির্বাচন (পরিশিষ্ট-খ) **ব্যালট এর মাধ্যমে ১৭ জুলাই ২০২৩** তারিখে অনুষ্ঠানের জন্য মাননীয় নির্বাচন কমিশন সিদ্ধান্ত প্রদান করেছেন। উক্ত বিধির ১১-১৯ অনুসারে মনোনয়নপত্র গ্রহণ, বাছাই, বাছাইয়ে মনোনয়নপত্র গ্রহণ বা বাতিল আদেশের বিরুদ্ধে আপিল দায়ের ও নিষ্পত্তি, প্রার্থিতা প্রত্যাহার ও প্রতীক বরাদ্দ সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। বাছাইয়ে মনোনয়নপত্র গ্রহণ বা বাতিল আদেশের বিরুদ্ধে আপিল দায়েরের জন্য বাছাইয়ের জন্য নির্ধারিত তারিখের পরবর্তী ০৩(তিন) দিন সময় প্রদান করতে হবে। উল্লিখিত তারিখ অনুযায়ী বিজ্ঞপ্তি জারি এবং তারিখসমূহ স্থানীয় পর্যায়ে প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে। বিধি ৫ অনুসারে সিনিয়র জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা বা জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা নির্বাচন পরিচালনার উদ্দেশ্যে, প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদের জন্য সংশ্লিষ্ট উপজেলা অফিসারকে বা, ক্ষেত্রমত পাশ্ববর্তী উপজেলার উপজেলা নির্বাচন অফিসারকে রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ করবেন। বিধি ১৫ অনুযায়ী আপিল কর্তৃপক্ষ হিসেবে সিনিয়র জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা/জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা নিয়োজিত থাকবেন। উল্লিখিত শূন্য পদে উপনির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে **সকাল ৮.০০ ঘটিকা হতে বিকাল ৪.০০ ঘটিকা পর্যন্ত ব্যালট এর মাধ্যমে** বিরতিহীনভাবে ভোটগ্রহণ করা হবে এবং তা বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখপূর্বক স্থানীয়ভাবে প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে।

৩০। **বিভিন্ন পরিপত্র, নির্দেশনা ইত্যাদি রিটার্নিং অফিসারকে সরবরাহ করাঃ** ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন উপলক্ষে নির্বাচন কমিশন হতে যে সকল পরিপত্র, আদেশ, নির্দেশ ইত্যাদি জারি করা হবে তা ইন্টারনেট এর মাধ্যমে আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা, সিনিয়র জেলা নির্বাচন অফিসার/জেলা নির্বাচন অফিসার, উপজেলা নির্বাচন অফিসারদের নিকট এবং বিভাগীয় কমিশনার, উপমহাপুলিশ পরিদর্শক, জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণকে প্রেরণ করা হবে। সংশ্লিষ্ট সিনিয়র জেলা নির্বাচন অফিসার/জেলা নির্বাচন অফিসার বা উপজেলা নির্বাচন অফিসারগণ উক্ত পরিপত্র, আদেশ, নির্দেশ, ফরম ইত্যাদি প্রিন্ট করে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কপি করে রিটার্নিং অফিসার এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্যদেরকে প্রদান করবেন। ফ্যাক্স বা ডাকযোগে এত অধিক পরিমাণ পাঠানো সম্ভব হবে না বিধায় এই ব্যবস্থায় প্রেরণ করা হবে। কোন উপজেলায় ইন্টারনেট সুবিধা না থাকলে সিনিয়র জেলা নির্বাচন অফিসার/জেলা নির্বাচন অফিসারগণ প্রিন্ট বের করে কুরিয়ার সার্ভিসে বা বিশেষ বাহক মারফত উপজেলা নির্বাচন অফিসার এবং রিটার্নিং অফিসার ও অন্যান্য সংশ্লিষ্টদের নিকট প্রেরণ করবেন।

৩১। **রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক প্রতীক বরাদ্দকরণঃ** বিধিমালার ১৯ বিধির (২) উপ-বিধি অনুসারে চেয়ারম্যান পদে স্বতন্ত্র প্রার্থী ও সদস্য পদে যদি একই প্রতীকের জন্য একাধিক দাবীদার থাকে, তাহলে যতদূর সম্ভব, প্রার্থীদের ইচ্ছা বিবেচনায় রেখে রিটার্নিং অফিসার প্রতীক বরাদ্দ করবেন এবং প্রয়োজনবোধে তিনি এই কাজের জন্য লটারীর আশ্রয় গ্রহণ করতে পারবেন। এখানে উল্লেখ্য, প্রতীক বরাদ্দের ক্ষেত্রে রিটার্নিং অফিসারের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে। রিটার্নিং অফিসার প্রার্থিতা প্রত্যাহারের নির্ধারিত শেষ তারিখ অতিবাহিত হওয়ার অব্যবহিত পরবর্তী দিনে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের মধ্যে প্রতীক বরাদ্দ করবেন। কোন অবস্থাতেই প্রার্থিতা প্রত্যাহারের নির্ধারিত শেষ তারিখের পূর্বে কোন প্রার্থীকে প্রতীক বরাদ্দ করা যাবে না। চেয়ারম্যান পদে নাম ও প্রতীকসহ প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী তালিকা এবং সদস্য পদে প্রতীক বরাদ্দের যথার্থতা সম্পর্কে উপজেলা নির্বাচন অফিসার ও জেলা নির্বাচন অফিসারের প্রত্যয়ন প্রদান করতে হবে। সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা তদারকির মাধ্যমে বিষয়টি নিশ্চিত করবেন।

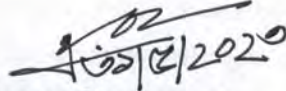
৩২। **অন্যান্য নির্দেশনাঃ** উল্লিখিত নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে :

- (১) ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন উপলক্ষে ইতোপূর্বে জারিকৃত পরিপত্র ২-৭ ও অন্যান্য নির্দেশনা অনুসরণপূর্বক সার্বিক কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে;
- (২) নির্বাচন কমিশনের নির্দেশনা অনুসারে ভোটকেন্দ্র স্থাপনের কার্যক্রম সম্পন্ন করা;
- (৩) বিদ্যমান হালনাগাদকৃত ভোটার তালিকার মাধ্যমে মনোনয়নপত্র দাখিল, বাছাই ও প্রার্থীপদ চূড়ান্তকরণসহ এতদ্বিষয়ক কার্যক্রম গ্রহণ করা এবং ভোটগ্রহণ সম্পন্ন করা;
- (৪) ভোটগ্রহণ কর্মকর্তাদের প্যানেল প্রস্তুত ও নিয়োগ কার্যক্রম সম্পন্ন করা, ভোটগ্রহণ কর্মকর্তা নিয়োগের ক্ষেত্রে আইসিটি ও প্রযুক্তি জ্ঞান সম্পন্ন কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অগ্রাধিকার দেয়া;
- (৫) নির্বাচনি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের নির্দেশনায় ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া বিষয়ক ভোটগ্রহণ কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ এবং অন্যান্য প্রশিক্ষণের আয়োজন করা;
- (৬) পার্বত্য এলাকায় হেলিসিটি সহযোগিতা প্রয়োজন হলে এ বিষয়ক প্রস্তাবনা নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে প্রেরণ;
- (৭) ভোটগ্রহণের দিন এবং তার আগে ও পরে নির্বাচনের সার্বিক পরিবেশ পরিস্থিতি সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ ও পরিবেশন তথা বেসরকারি প্রাথমিক ফলাফল সংগ্রহের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ;
- (৮) সাপ্তাহিক/সরকারি ছুটির দিন ও অফিস সময়ের পরে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম যেমন-মনোনয়নপত্র দাখিল/গ্রহণ এবং মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিল দায়ের/গ্রহণ, প্রার্থীতা প্রত্যাহার সংক্রান্ত কার্যাদি সাধারণ কার্যদিবসের ন্যায় **সকাল ৯.০০ মি. হতে বিকাল ৪.০০ মি.** পর্যন্ত অব্যাহত রাখা;
- (৯) ভোটগ্রহণ সম্পন্ন হওয়ার পরে নির্বাচনি মালামাল সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং অফিসারের দায়িত্বে রাখতে হবে;
- (১০) স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন সাধারণ নির্বাচন ও শূন্য পদের উপনির্বাচনে ব্যালট পেপারের অধিকতর নিরাপত্তার জন্য সংশ্লিষ্টদের চাহিদার প্রেক্ষিতে ভোটকেন্দ্রসমূহে ভোটগ্রহণের দিন সকালে ব্যালট পেপার পৌঁছানোর জন্য নির্দেশনা প্রদান;
- (১১) বয়স্ক, গর্ভবর্তী, অসুস্থ, প্রতিবন্ধী ও অন্ধ ভোটারদের মত হিজড়াদের ভোট প্রদানের জন্য লাইনে অপেক্ষামান থাকলে তাদেরকেও দ্রুত ভোট প্রদানের জন্য একই ধরনের সুবিধা প্রদান করতে হবে।

৩৩। **প্রাপ্তি স্বীকারঃ** এই পরিপত্রের প্রাপ্তি স্বীকারের জন্য অনুরোধ করা হল।

সংলগ্নীঃ উপরে বর্ণিত

- বিতরণঃ ১। জেলা প্রশাসক, -----(সংশ্লিষ্ট)
২। সিনিয়র জেলা নির্বাচন অফিসার/জেলা নির্বাচন অফিসার, -----(সংশ্লিষ্ট)
৩। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, -----(সংশ্লিষ্ট)
৪। উপজেলা/থানা নির্বাচন অফিসার, -----(সংশ্লিষ্ট)
৫। -----ও রিটার্নিং অফিসার (সংশ্লিষ্ট)


(মোঃ আতিয়ার রহমান)

উপসচিব
নির্বাচন পরিচালনা-২ অধিশাখা
ফোন: ০২-৫৫০০৭৫২৫
e-mail: ecsemc2@gmail.com

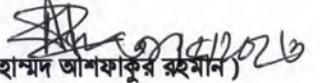
নং-১৭.০০.০০০০.০৭৯.৪১.০০৪.২৩-১৪২

তারিখ: ১৭ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০
৩১ মে ২০২৩

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

১. মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
২. প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা
৩. গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক, ঢাকা
৪. সিনিয়র সচিব/সচিব,..... (সংশ্লিষ্ট) মন্ত্রণালয়/বিভাগ বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৫. মহাপুলিশ পরিদর্শক, বাংলাদেশ পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা
৬. মহাপরিচালক, বিজিবি/আনসার ও ভিডিপি/র্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব)/কোস্টগার্ড, ঢাকা
৭. অতিরিক্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
৮. মহাপরিচালক, জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন অনুবিভাগ, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
৯. প্রকল্প পরিচালক (আইডিইএ প্রকল্প, ২য় পর্যায়), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
১০. বিভাগীয় কমিশনার, (সংশ্লিষ্ট) বিভাগ
১১. পুলিশ কমিশনার,(সংশ্লিষ্ট)
১২. যুগ্মসচিব (সকল), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
১৩. মহাপরিচালক, নির্বাচনি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, ঢাকা
১৪. প্রকল্প পরিচালক (ইডিএম প্রকল্প), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
১৫. সিস্টেম ম্যানেজার, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা [ওয়েব সাইটে প্রকাশ ও আনুষ্ঠানিক অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধসহ]
১৬. পরিচালক (জনসংযোগ), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা [উক্ত বিষয়ে সংবাদ মাধ্যমকে অবহিতকরণ ও আনুষ্ঠানিক অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধসহ]

১৭. আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা, (সংশ্লিষ্ট)
১৮. পুলিশ সুপার,(সংশ্লিষ্ট)
১৯. উপসচিব (সংশ্লিষ্ট), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
২০. উপসচিব (চলতি দায়িত্ব) (নির্বাচন প্রশাসন), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
২১. জেলা কমান্ডেন্ট, আনসার ও ভিডিপি, (সংশ্লিষ্ট)
২২. মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনারের একান্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা (মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনার এর সদয় অবগতির জন্য)
২৩. মাননীয় নির্বাচন কমিশনার জনাব এর একান্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা (মাননীয় নির্বাচন কমিশনার এর সদয় অবগতির জন্য)
২৪. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয় এর সদয় অবগতির জন্য)
২৫. অফিসার-ইন-চার্জ,(সংশ্লিষ্ট) থানা।


(মোহাম্মদ আশফাফুর রহমান)

সহকারী সচিব

নির্বাচন ব্যবস্থাপনা ও সমন্বয়-২ শাখা

ফোন: ০২-৫৫০০৭৫৫৯

Email: ccsemc2@gmail.com

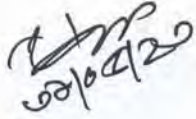
১৭ জুলাই ২০২৩ তারিখে ব্যালট এর মাধ্যমে ভোটগ্রহণের জন্য
নির্ধারিত ইউনিয়ন পরিষদের সাধারণ নির্বাচনের তালিকা

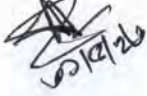
জেলা	উপজেলা	ইউনিয়ন
১. নীলফামারী	১. ডিমলা	১. গয়াবাড়ী
		২. টেপাখড়িবাড়ী
		৩. খগাখড়ীবাড়ী
২. গাইবান্ধা	২. সুন্দরগঞ্জ	৪. চন্ডিপুর
৩. জয়পুরহাট	৩. ক্ষেতলাল	৫. বড়াইল
৪. রাজশাহী	৪. পবা	৬. হরিয়ান
৫. যশোর	৫. মনিরামপুর	৭. হরিহরনগর
৬. চুয়াডাঙ্গা	৬. জীবননগর	৮. আন্দুলবাড়ীয়া
৭. পটুয়াখালী	৭. দুমকি	৯. লেবুখালী
		১০. শ্রীরামপুর
৮. বরিশাল	৮. মেহেন্দীগঞ্জ	১১. আলিমাবাদ
৯. ভোলা	৯. চরফ্যাশন	১২. মুজিবনগর
১০. ঝালকাঠি	১০. সদর	১৩. পোনাবালিয়া
১১. পিরোজপুর	১১. কাউখালী	১৪. শিয়ালকাঠী
১২. টাঙ্গাইল	১২. কালিহাতি	১৫. বীরবাসিন্দা
		১৬. পারশী
	১৩. সখিপুর	১৭. হাতীবাঙ্কা
		১৮. কালিয়া
		১৯. হতেয়া রাজাবাড়ী
		২০. বড়চওনা
১৩. সিলেট	১৪. বিশ্বনাথ	২১. অলংকারী
		২২. রামপাশা
		২৩. দৌলতপুর
		২৪. বিশ্বনাথ
		২৫. দেওকলস
১৪. চট্টগ্রাম	১৫. সন্দ্বীপ	২৬. কালাপানিয়া
১৫. কক্সবাজার	১৬. মহেশখালী	২৭. ধলঘাটা
১৬. খাগড়াছড়ি	১৭. দীঘিনালা	২৮. বাবুছড়া
	১৮. মানিকছড়ি	২৯. যোগ্যাছোলা



১৭ জুলাই ২০২৩ তারিখে ব্যালট এর মাধ্যমে ভোটগ্রহণের জন্য
নির্ধারিত ইউনিয়ন পরিষদের শূন্য পদের তালিকা

জেলা	উপজেলা	ইউনিয়নের নাম	শূন্য পদ
১. নীলফামারী	১. জলঢাকা	১. গোলনা	১. চেয়ারম্যান
		২. ধর্মপাল	২. ৫নং সাধারণ ওয়ার্ডের সদস্য
	২. কিশোরগঞ্জ	৩. বড়ভিটা	৩. ৪নং সাধারণ ওয়ার্ডের সদস্য
২. লালমনিরহাট	৩. আদিতমারী	৪. ডেলাবাড়ী	৪. ৭নং সাধারণ ওয়ার্ডের সদস্য
৩. গাইবান্ধা	৪. সদর	৫. বল্লমঝাড়	৫. ৩নং সংরক্ষিত ওয়ার্ডের সদস্য
৪. রাজশাহী	৫. বাগমারা	৬. বাসুপাড়া	৬. ৫নং সাধারণ ওয়ার্ডের সদস্য
৫. ঝিনাইদহ	৬. শৈলকূপা	৭. হাকিমপুর	৭. চেয়ারম্যান
৬. যশোর	৭. বিকরগাছা	৮. পানিসারা	৮. ৬নং সাধারণ ওয়ার্ডের সদস্য
৭. নওগাঁ	৮. সাপাহার	৯. তিলনা	৯. চেয়ারম্যান
৮. বাগেরহাট	৯. শরণখোলা	১০. সাউথখালী	১০. চেয়ারম্যান
৯. পটুয়াখালী	১০. বাউফল	১১. নাজিরপুর তীতেরকাঠী	১১. ২নং সাধারণ ওয়ার্ডের সদস্য
১০. পিরোজপুর	১১. নেছারাবাদ	১২. গুয়ারেখা	১২. চেয়ারম্যান
			১৩. ২নং সাধারণ ওয়ার্ডের সদস্য
১১. ময়মনসিংহ	১২. ফুলবাড়ীয়া	১৩. পুটিজানা	১৪. ২নং সাধারণ ওয়ার্ডের সদস্য
	১৩. মুক্তাগাছা	১৪. দাওগাঁও	১৫. ৫নং সাধারণ ওয়ার্ডের সদস্য
১২. নরসিংদী	১৪. মনোহরদী	১৫. চালাকচর	১৬. ৮নং সাধারণ ওয়ার্ডের সদস্য
১৩. ফরিদপুর	১৫. সদরপুর	১৬. কৃষ্ণপুর	১৭. ৬নং সাধারণ ওয়ার্ডের সদস্য
		১৭. ভাষানচর	১৮. ৩নং সংরক্ষিত ওয়ার্ডের সদস্য
১৪. মাদারীপুর	১৬. শিবচর	১৮. কাদিরপুর	১৯. চেয়ারম্যান
		১৯. মাতবরের চর	২০. ৪নং সাধারণ ওয়ার্ডের সদস্য
	১৭. রাজৈর	২০. ইশিবপুর	২১. ৯নং সাধারণ ওয়ার্ডের সদস্য
	১৮. কালকিনি	২১. বালিগ্রাম	২২. ৮নং সাধারণ ওয়ার্ডের সদস্য
১৫. শরীয়তপুর	১৯. সদর	২২. চিকন্দি	২৩. ২নং সাধারণ ওয়ার্ডের সদস্য
১৬. সিলেট	২০. জকিগঞ্জ	২৩. কসকনকপুর	২৪. চেয়ারম্যান
১৭. কুমিল্লা	২১. সদর দক্ষিণ	২৪. জোড়কানন পশ্চিম	২৫. চেয়ারম্যান
	২২. হোমনা	২৫. আসাদপুর	২৬. ৮নং সাধারণ ওয়ার্ডের সদস্য
	২৩. আদর্শ সদর	২৬. জগন্নাথপুর	২৭. ৭নং সাধারণ ওয়ার্ডের সদস্য
১৮. চাঁদপুর	২৪. সদর	২৭. কল্যানপুর	২৮. ৬নং সাধারণ ওয়ার্ডের সদস্য
	২৫. কচুয়া	২৮. কচুয়া উত্তর	২৯. ৪নং সাধারণ ওয়ার্ডের সদস্য


৩০/০৭/২৩


৩০/০৭/২৩

